Interventions (ইন্টারভেনশন্স)
মিলড্রেড হাওয়ার্ড: In the Line of Fire (ইন দ্য লাইন অব ফায়ার)
নেড স্মিথ: Moments of Matter and Life (মোমেন্টস অব ম্যাটার অ্যান্ড লাইফ)

ইন্টারভেনশন্স হল ব্যাটারি পার্ক সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একট প্রকল্প যা মিলড্রেড হাওয়ার্ড এবং নেড স্মিথ-এর কাজের সমান্তরাল প্রদর্শনীর দিকে ফোকাস করে থাকে।
উভয়ই বিখ্যাত শিল্পী, যারা অনন্য কাজ করেছেন এবং যাদেরপাবলিক আর্ট সৃষ্টি করার বিস্তীর্ণ ইতিহাস রয়েছে, এবং বর্তমানে তাদের প্রত্যেকের কাজ ব্যাটারি পার্ক শহরের গণ পার্কে এবং খোলা জায়গায় প্রদর্শিত হচ্ছে।

নিউইয়র্ক সিটিতে পাবলিক আর্ট-এর ভূমিকা পূর্বের রাষ্ট্রীয় অনুমোদন পাওয়া স্থাপত্য থেকে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন হয়েছে। 1960 ও 70 এর দশকে পাবলিক আর্টের ভূমিকা নতুন করে ভাবা শুরু হয় যখন নিউ ইয়র্ক শহুরে জায়গা পুনর্বাসনের পথ হিসেবে পাবলিক আর্টে ব্যবহার শুরু করে। জন লিন্ডসে (যিনি 1966 সালে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র হন) এবং তাঁর প্রশাসনের সদস্যরা শহরের পার্কগুলো ও নাগরিক জায়গা জুড়ে শিল্পকর্মের ফ্রি ও গণতান্ত্রিক প্রদর্শনীকে আলিঙ্গন করে পাবলিক আর্টের প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা অনুভব করেন যে , রাস্তাঘাট আর প্লাজা নতুন করে তোলার ক্ষেত্রে এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থান আকর্ষণীয় ও নিরাপদ রাখার জন্য ভাস্কর্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সব প্রচেষ্টার প্রধান ডোরিস ফ্রিডম্যান অফিস অব কালচারাল অ্যাফেয়ার্স পরিচালনা করেন এবং পরে পাবলিক আর্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

একই সঙ্গে সময়ের অনেক শিল্পী এতে শিল্প উপকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ শুরু করেন এবং ডাউনটাউন ম্যানহাটনের খালি গুদামঘর দখল করে থাকা এবং কাজ করা শুরু করেন। শিল্পীরা উদ্ভাবনী আকার ও মিডিয়ামের এবং তাদের উপস্থাপন করার নতুন উপায়ের উপর পরীক্ষা চালনা করলে, তারা শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রবেশ করে কাজ শুরু করেন যার অনেকগুলিই পরিত্যক্ত বা জরাজীর্ণ ছিল, মূলত শিল্প-প্রতিষ্ঠান থেকে সরে যাওয়ার কারণে।

1970-এর দশকের মাঝামাঝির মধ্যে, শহরটি গুরুতর আর্থিক সংকটের মুখে ছিল, আর বিনা মুনাফার এবং সরকারি-বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতা শিল্পের প্রতি সমর্থন দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিল। 1977 সালে প্রতিষ্ঠিত পাবলিক আর্ট ফান্ড নিউ ইয়র্ক শহর জুড়ে পাবলিক আর্টকে সমর্থন করেছে এবং বিভিন্ন সাইটে শত শত শিল্পীর প্রদর্শনী ও প্রকল্প পরিবেশন করেছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর আর্ট অ্যান্ড আর্বান রিলেশনস ইনকর্পোরেটেড অ্যালানা হেইস কর্তৃক 1971 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই সংস্থা শহর জুড়ে পরিত্যক্ত জায়গাগুলিতে প্রদর্শনীর আয়োজন করে (এবং পরে যা বর্তমানে MoMA PS1 নামে পরিচিত তা তৈরি করে)। 1974 সালে প্রতিষ্ঠিত ক্রিয়েটিভ টাইমও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ক্যারিন বেকন, সুসান হেনশ জোনস এবং আনিতা কনটিনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ক্রিয়েটিভ টাইম শহরে পরীক্ষামূলক পাবলিক আর্ট আয়োজনকারী প্রথম সারির অর্গানাইজেশনে পরিণত হয়। 70 এর দশকের শেষের দিক এবং 80 এর দশকের শুরুর দিকের বিখ্যাত আর্ট অন দ্য বিচ প্রদর্শনী সহ সংস্থাটি শত শত গ্রাউন্ডব্রেকিং কাজের জন্যশিল্পীদের সাথে কাজ করেছে যা ছিল নবগঠিত বাটারি পার্ক সিটির অনির্মিত নাগরিক ভূদৃশ্যের ভরাট জমির "বিচ"-এর উপর।

60-এর দশকের শেষের দিকে ব্যাটারি পার্ক সিটি ম্যানহাটনের ডাউনটাউনে হাডসন নদী বরাবর জরাজীর্ণ পিয়ারের জায়গা ভরাট করার একটি পুনরুদ্ধার প্রকল্প শুরু করে যা 92 একর জমিতে একটি মিশ্র বসতির, পার্কল্যান্ড এবং বাণিজ্যক সাইট নির্মাণ করার একটা বিরাট স্বপ্ন হিসাবে পরিণত হয়। 1968 সালে প্রাক্তন বন্দর এলাকার উন্নয়ন দেখার জন্য স্টেট ব্যাটারি পার্ক সিটি কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি করে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও অন্যান্য অনেক প্রকল্পে নির্মাণকালে ব্যাপক মাটি ও পাথর খননের মাধ্যমে পাওয়া মাটি ও পাথর ব্যবহার করে এবং হাডসন রিভারের তীররেখার 1.2 মাইল উপর দিয়ে তা ক্যান্টিলিভার করে ব্যাটারি পার্ক সিটি যে জমির ওপর সৃষ্টি হয় তা তৈরি করা করে ম্যানহাটনকে হাডসন রিভারের উপর আরও কয়েকটি ব্লকে বিস্তৃত করা হয়। কিন্তু, মূলত শহরের আর্থিক সংকটের কারণে সত্তরের দশকে সাইটের নির্মাণ ছাড়া খুব কম নির্মাণ কাজ হয়। পাবলিক আর্ট প্রকল্প এর মাস্টার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য ছিল এবং মেরি মিস (সাউথ কোভ) ও অ্যান হ্যামিলটন (টিয়ারড্রপ পার্ক)-এর মত শিল্পী এবং স্থপতি, ভূদৃশ্য স্থপতিদের সঙ্গে সহযোগীতা অন্তর্ভুক্ত করে এবং ল্যুইজ বুর্জোয়া, টম অটারনেস এবং মার্টিন পারইয়ারের কাজ সহ বিভিন্ন বিখ্যাত শিল্পীর কাজ এখানে রয়েছে৷

****

বিশেষ করে বর্তমান মহামারীর জটিলতার কারণে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে অনেক কাজ হয়েছে। প্রথমত, আমরা শিল্পীদের, মিলড্রেড হাওয়ার্ড এবং নেড স্মিথকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যাদের অঙ্গীকার ও উদারতা ছাড়া, আমরা এই প্রদর্শনী করতে পারতাম না। এই প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে তাদের নিযুক্তির জন্য আমরা ব্যাটারি পার্ক সিটি কর্তৃপক্ষের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই, বিশেষ করে ব্রিটিশ পেস্ট কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশন (British Pest Control Association, BPCA) এর কমিউনিটি পার্টনারশিপ অ্যান্ড পাবলিক আর্ট এর পরিচালক অ্যাবি এরলিখ, এবং ইফিজিনিয়া শেং, BPCA পার্টনারশিপ অ্যান্ড পাবলিক আর্ট এর অ্যাসোসিয়েটকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা ইন্টারভেনশন্স এর সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন; এরিক মুনসন, চিফ অপারেটিং অফিসার, বিজে জোন্স, প্রেসিডেন্ট ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার যাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সমর্থনের কারণে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

BMCC এর কিউরেটোরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট এলসি বেনিটেজ প্রতিটি ধাপে সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রদর্শনীর সব দিক থেকে ব্যতিক্রমী সহায়তা প্রদান করেন; এবং এ প্রকল্প এবং এর কন্টেন্ট সম্পর্কে অদ্বিতীয় সহায়তা দিয়েছে নির্বাহী পরিচালক ম্যানুয়েল রোমেরোর নেতৃত্বের দলটি, বিশেষ করে মাল্টিমিডিয়া এবং ভিডিও বিশেষজ্ঞ ডেভিড প্যাংবার্ন। প্রেসিডেন্ট অ্যান্থনি মনরো, ভাইস প্রেসিডেন্ট ফর ইন্সটিটিউশনাল অ্যাডভান্সমেন্ট লরনা ম্যালকম, স্পেশাল লিগ্যাল কাউন্সেল মেরিল কেনার্ড, এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ফর ফাইন্যান্স এলেনা স্যামুয়েলসকে তাদের সাহায্য এবং উৎসাহের জন্য ধন্যবাদ। ক্যাপাস প্ল্যানিং অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হোর্হে ইয়াফার এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সুপারইন্টেন্ডেন্ট অফ বিল্ডিংস অ্যান্ড গ্রাউন্ডস শেরিল রিটারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবার শেষে, কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমরা আমাদের শিক্ষক সহযোগীদের স্বীকৃতি জানাতে চাই: কিম্বারলি অ্যান্ডারসন, ইভেলিন শ্যাভেজ, এলানা কন, টিফানি ড্যানিয়েলিয়ান, ইসাবেলা ফিগুয়েরোয়া, ইসাবেল লেইনেজ, অ্যাডালি মুনিয়োজ ও উইলিয়াম ওরটিজ।

--লিসা পানজেরা, পরিচালক, শার্লি ফিটারম্যান আর্ট সেন্টার, BMCC

মিল্‌ড্রেড হাওয়ার্ড এবং আর্ট ইন্টারভেনশন্স হিসেবে

ব্যাটারি পার্ক সিটির অনেক শিল্পকর্মই সৃষ্টি করা হয়েছিল গণ এলাকায় ইন্টারভেনশন্স হিসেবে যার লক্ষ্য ছিল দর্শকদের পৃথিবীর ব্যাপারে তাদের ধারণা নতুন করে ভাবতে আমন্ত্রণ জানানো। আমাদের দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতায় শিল্প উপস্থাপন করা হলে (জাদুঘর বা ব্যক্তিগত এলাকার থেকে ভিন্ন), তা আমাদের খোলাখুলি এবং সরাসরি কাজের সাথে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে। 1982 সালে যখন অ্যাগ্নেস ডেনিস দুই একর নতুন, অনাবাদি জমিতে গম রোপন করলেন এবং 1,000 সোনালী পাউন্ড ফলালেন যা তখন পর্যন্ত অনুন্নত ব্যাটারি পার্ক সিটির ভাগাড় ছিল, তিনি একজন সক্রিয়তাবাদী কর্মীর স্থান-বিশিষ্ট সদিচ্ছা এবং একজন পরিবেশবাদীর আবেগ নিয়ে চাষ করেছিলেন। ডেনিসের জন্য, রোপন করা, টিকিয়ে রাখা, এবং গম ফলানো “সেই স্থানটিতে যা অর্থনৈতিক জেলার (Financial District) দিকে মুখ করে আছে, ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তা একটি ধাক্কার মতো ছিল এবং একটি শক্তিশালী প্যারাডক্স সৃষ্টি করেছিল।” ডেনিস তার প্রজেক্টকে ডেকেছেন: "...অসম্ভব, পাগলামি, এবং মূল্যবান আবাসন জমি অপচয় করা। এর জন্ম হয় দীর্ঘদিনের উদ্বেগ এবং আমাদের অগ্রাধিকার যে ভুল সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার তাগিদ থেকে। *হুইটফিল্ড: এ কনফ্রন্টেশন* (Wheatfield: A Confrontation) ছিল একটি প্রতীক। স্থিতবস্থাকে প্রশ্ন করা এবং অব্যবস্থাপনা, অপচয়, পরিবেশগত উদ্বেগ, এবং খাদ্য অনিরাপত্তার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য, যা মানুষকে তাদের অগ্রাধিকার নতুন করে ভাবতে ডাক দেয়।"* *হুইটফিল্ড* এর প্রায় চল্লিশ বছর পর, মিল্‌ড্রেড হাওয়ার্ডের *দ্য হাউজ দ্যাট উইল নট পাস এনি কালার দ্যান ইটস ওউন (The House That Will Not Pass For Any Color Than Its Own)*(2011), ব্যাটারি পার্ক সিটি কতৃপক্ষের বিশাল পাবলিক আর্ট সংগ্রহের একটি অস্থায়ী সংযোজন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। *দ্য হাউজ দ্যাট উইল নট পাস এনি কালার দ্যান ইটস ওউন* নিঃশব্দে মানুষকে আমন্ত্রণ জানায় এর গাঢ় বেগুনি দেওয়ালের ভিতরে। ভেতরে ঢোকার পর, দর্শকরা কৌতূহলী অযৌক্তিক রঙ ও আকৃতির বিস্ময় দেখতে পারবেন, যা কাজটি এবং আমাদের পৃথিবীর ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করার তাগিদ দেয়। *হুইটফিল্ডের* মতো, হাওয়ার্ডের কাজ উপস্থাপনা করে এমন সব প্যারাডক্স যা নিজেদের নিঃশব্দে উদ্ঘাটন করে।

দ্য হাউজ দ্যাট উইল নট পাস এনি কালার দ্যান ইটস ওউন কে স্যাক্রেমেন্টো বিমানবন্দর বিভাগ (Sacramento Department of Airports) থেকে ধার নেওয়ার পরিকল্পনা শুরু হয় 2018 সালে এবং ইনস্টলেশনটি খুলে দেওয়া হয় 2020 সালে অপ্রত্যাশিত দুঃখের সাথে, জর্জ ফ্লয়েডের ভয়ঙ্কর খুনের

প্রাক্কালে, এর পরবর্তীতে জাতিগত ন্যায়বিচারের জন্য জনগণের গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবাদ, এবং একটি প্রাণঘাতী বৈশ্বিক অতিমারীর মধ্যে। একইভাবে, 1990 এর দশকে হাওয়ার্ডের কাজের অনেকগুলি শক্তিশালী উদাহরণের একটি *ইন দ্য লাইন অব ফায়ার* প্রদর্শনের পরিকল্পনা শুরু হয় 2019 সালে। শিল্পকর্মটি অঙ্কিত করে, অদ্ভুত প্রাসঙ্গিকতার সাথে, একজন তরুণ আফ্রিকান আমেরিকান নাগরিকের কাট-আউট যার পেছনে একটি লক্ষ্যবস্তু রয়েছে—একটি হাহাকার এবং ভিন্ন বর্ণের আমেরিকান মানুষ আজকে যে সহিংসতার সম্মুখীন তার পুনঃপ্রকাশ। যেমনটি শিল্পী আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, "এরা সবাই আমাদের সন্তান ছিল এবং আছে। তাদের চামড়ার রঙ কী তা কোনো ব্যাপার নয়।"†

হাওয়ার্ড ইতিহাস, পুরাকথা, এবং সামগ্রিক স্মৃতির মধ্যকার সম্পর্ক তার কাজে টেনে নিয়ে আসেন যা ব্যক্তিগত এবং সর্বজনীন উদ্দীপনা তৈরি করে। *ইন দ্য লাইন অব ফায়ার* এই সংযোগগুলিকে খনন করে। শিল্পটিতে রয়েছে প্রায় 60টি মানব-আকারের মূর্তি যা প্লাইউইড থেকে কাটা হয়েছে, প্রতিটিতে সিল্কস্ক্রিন করা হয়েছে আঠারো উনিশ বছরের একটি তরুণ যুবকের অবিকল চেহারা—যে হাওয়ার্ডের দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল—জেক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন আর্মিতে অন্তর্ভুক্ত বা তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকদের দলভুক্ত করে একটি রেজিমেন্ট তৈরি করা হয়েছে, ইউনাইটেড স্টেটস মিলিটারির ইতিহাসের বিভাজন ইউনিটের কথা মনে করে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বহাল ছিল। লক্ষ লক্ষ তরুণ কালো পুরুষ যারা সেবা প্রদর্শন এবং আমেরিকান সমাজের অংশ হওয়ার আশায় আর্মিতে নাম লিখিয়েছিল তারা দেশে ও বিদেশে হয়েছে জাতিগত বৈষম্য এবং বৈরিতার শিকার। আফ্রিকান আমেরিকান ফ্রন্টলাইনের দলগুলিকে কম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অধিক বিপজ্জনক মিশন প্রদান করা হয়েছে—বিশেষ করে 369 তম ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে ট্রেঞ্চে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সকল আমেরিকান ইউনিটের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক মৃত্যু দেখেছে। তাদের এই অবদান স্বত্তেও, যুদ্ধফেরত আফ্রিকান আমেরিকান সৈনিকরা সম্মুখীন হয়েছে বিরক্তির এবং 1919 সালের "লাল গ্রীষ্মের (Red Summer)" শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীর জাতিগত দাঙ্গার।

হাওয়ার্ডের সব কাট-আউট সৈনিক সামনের দিকে তাকিয়ে সোজা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার পেছনে রয়েছে একটি বড় বুলস-আই লক্ষ্য। পেছন থেকে এই সৈনিকদের দেখলে, তারা তাদের স্বকীয় কোনো গুণ ছাড়া বস্তুমাত্র। শিল্পকর্মটি মানবজাতির ইতিহাস এবং বর্তমান সত্য ফুটিয়ে তুলেছে, বিশেষ করে তাদের

যাদের রঙ কালো, যাদের ক্রমাগত অমানবিকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং যারা সহিংসতার "আগুনের সামনে আছে (in line of fire)" । পাথর, যা শক্তির প্রতীক, গ্যালারির মেঝেতে স্তুপ করে জমা করে রাখা হয়েছে সৈনিকদের সামনে। এগুলি একইসাথে কবরের নির্দেশক এবং প্রতিবন্ধক যার পেছনে লুকানো যায়। হাওয়ার্ড অনুপ্রেরণা হিসেবে নাম নিয়েছেন নিনা সিমোনের গান "সিনারম্যান (Sinnerman)" এর, যা একটি আফ্রিকান আমেরিকান আধ্যাত্মিক থেকে নেওয়া হয়েছে। গানটিতে, একজন মানুষ একটি পাথরের দিকে দৌঁড়ে যায় কিন্তু বুঝতে পারে সে লুকাতে পারবে না। এমন কোনো আশ্রয় নেই, তখন বা এখন, কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ এবং ছেলেদের জন্য যা তাদের সহিংসতা থেকে বাঁচাবে, এবং হাওয়ার্ডের ইনস্টলেশন দর্শকদের উদ্‌বুদ্ধ করে জাতিবৈষ্যমের ইতিহাস ও লিগেসির মোকাবিলা করা এবং এর প্রতিফলন করা।

দ্য হাউজ দ্যাট উইল নট পাস এনি কালার দ্যান ইটস ওউন আবির্ভুত হয়েছে হাওয়ার্ডের স্মৃতি, গবেষণা, এবং কল্পনার ভান্ডার থেকে। শিল্পীর ভাষায়, কাজটি হল " নিউ ইয়র্ক সিটির বৈচিত্রময় জনগনের প্রতি সংবেদনশীল এমন একটি শহরে থাকা বাড়ির একটি সন্দেহাতীত প্রতীক এবং এটি উদযাপন করে তাদের জটিল ইতিহাস এবং বহুরঙা সৌন্দর্য। *দ্য হাউজ* হল পূর্ব এবং পশ্চিম উপকূল, বর্তমান এবং অতীত, এবং নিউ ইয়র্ক সিটি ও বিশ্বের মধ্যবর্তী একটি সেতুস্বরূপ।"† একটি বাড়ি হওয়ার জন্য যা আবশ্যক তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, ছাদ ও দেওয়ালে বড় বড় খোলা জায়গা রয়েছে। অপ্রত্যাশিত শূন্যস্থান দর্শকদের প্রত্যাশাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং স্থিতাবস্থার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠায়: মানবতা সবার জন্য আশ্রয় হিসেবে কী গ্রহনযোগ্য মনে করে? যদিও *দ্য হাউজকে* উঁচু উঁচু দালানের ভীড়ে একটি সাদামাটা দালান মনে হয়, কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে এটিকে দেখে মনে হবে এটি মাটির উপরে ভাসছে। একে দেখলে নিরেট এবং গতানুগতিক মনে হয় অথচ প্যারাডক্সের মতো অনিশ্চিত এবং অসম্পূর্নও মনে হয়। অনেক কিছুই শিল্পীর উদ্বেগের কারণ: জাতি ও পরিচিতির গঠনের উপর ভিত্তি করে অবিচার, বৈশ্বিক মাইগ্রেশন, আবাসনের অনিরাপত্তা। *দ্য হাউজ* এই সব কিছু বিবেচনার জন্য একটি স্থান তৈরি করে।

দ্য হাউজের ভেতর থেকে বাইরে দেখলে, কাঠামো নির্মাণের কাঁচের পাল্লাগুলি লেন্স হিসেবে কাজ করে যার ভেতর দিয়ে পরিবেশকে পরিবর্তিত দেখায়। যখন সূর্যের আলো এবং হাডসন নদী থেকে প্রতিসরিত আলো শিল্পকর্মটিকে আলোকিত করে, এর রাজসিক লাল এবং বেগুনি রঙ আরো গাঢ় হয়ে যায় এবং দর্শকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়, দ্য হাউজের কালির মতো গাঢ় বেগুনি রঙ লাল-বেগুনি হয়ে যায় এবং

রুপালি-ল্যাভেন্ডার রঙ রোজ-গোল্ড হয়। দেখে মনে হয় রঙ অনায়াসে পরিবর্তন হচ্ছে, যা আলো ও ছায়ার সাথে তাদের যোগাযোগ এবং স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ সমতলের উপর নির্ভরশীল। *দ্য হাউজের* রঙ নান্দনিকভাবে পরিবর্তনশীল যার কারণ হল পিগমেন্ট মিশ্রণে শিল্পীর দক্ষতা এবং প্রতিসরণের ব্যাপারে তার জ্ঞান।

অস্থায়িত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি ইতিহাস রক্ষা করা হল হাওয়ার্ডের কাজে থাকে এমন অনেক দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের একটি। *দ্য হাউজের* কাঁচের দেওয়ালে সোনালী সমাপ্তিতে দেখা যায় বড় করে রাখা ঐতিহাসিক চিঠির অংশ যা ভ্রমণকারীরা গোল্ড রাসের সময় পূর্ব থেকে ক্যালিফোর্নিয়াতে মাইগ্রেশন করার সময় লিখেছিল। আয়নার মতো এই অংশগুলিতে দর্শকরা তাদের নিজের ছবি প্রতিফলিত হতে দেখবেন, এবং বর্তমান সময় এবং অতীতের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়, তাদের ছবি হয়ে উঠে শিল্পকর্মটিতে অন্তর্ভুক্ত ক্ষণস্থায়ী অংশ। মাইগ্রেশন এবং নতুন সম্প্রদায় স্থাপন করা শিল্পীর জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে। তিনি দশ ভাই-বোনের মধ্যে সব থেকে ছোট, এবং তার বিশাল পরিবারের একমাত্র সদস্য যার জন্ম হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়াতে, তার পরিবার গ্যালভেস্টন, টেক্সাস থেকে সেখানে চলে আসার পর। অন্য একটি স্থান, সময়, এবং মানুষের নানারঙের গল্পে তার শিশুকাল ভরপুর ছিল। তার নাম, প্রিয় রান্না, এবং পারিবারিক আচারানুষ্ঠান বহন করে একটি দূরবর্তী সমর্পযায়ের সাথে সংযোগ যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে জার্মান, ব্রিটিশ, এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান উৎস যারা আমেরিকায় এসেছিল স্বেচ্ছায়, এবং দাস হিসেবে পশ্চিম আফ্রিকান মানুষ যাদের মালি, বেনিন এবং টোগো থেকে জোর করে নিয়ে আসা হয়েছিল।

দ্য হাউজ দ্যাট উইল নট পাস এনি কালার দ্যান ইটস ওউন থেকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখা যায় যেটিকে শিল্পী একটি খোলা দরজা দিয়ে ফ্রেমভুক্ত করেছেন। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, স্বাধীনতার প্রতীক দেখে মুগ্ধ হওয়া এবং অনুচিত অবিচার নিয়ে ভাবা উভয় সম্ভব। শিল্পীর ভাষায়, "নিঃশব্দে ইঙ্গিত করা প্রশ্নগুলি মননশীল এবং বাড়ি ও মানবতা নিয়ে বিস্ময় ও কৌতুহলের একটি স্থান হিসেবে শিল্পকর্মটি ভূমিকা একটি কষ্টিপাথরের মতো।" †

সমকক্ষ বিমূর্ত শিল্পী অলিভার লি জ্যাকসন, ম্যারি লাভলেস ও'নীল, বেত্যি সার, ডিউই ক্রাম্পলার, ডেভিড ব্রাডফোর্ড, হাওয়ারডেনা পিন্ডেল, এবং রেমন্ড হবার্ট, যাদের কাজে উঠে এসেছে আফ্রিকানত্ব এবং কালোদের অভিজ্ঞতা, হাওয়ার্ডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব, যারা শিল্পী হিসেবে তার নিজের দৃষ্টি ও মনোভাবকে এইসব প্রকল্পের একজন সক্রিয়তাবাদী কর্মী হিসেবে বের করে আনে। এখন 1960 এবং 70

এর দশকের নাগরিক অধিকার আন্দোলন (Civil Rights Movement) এর দুই প্রজন্ম পর, এবং সাহিত্য, এবং ভিজ্যুয়াল এবং পারফর্মিং আর্টের ক্ষেত্রে আরো বেশি মহিলা ও শ্বেতাঙ্গ নয় এমন মানুষের আবির্ভাবের পরে, হাওয়ার্ড অটল আছেন অসঙ্গতি, অবিচার ও বৈষম্যের ব্যাপারে আওয়াজ উঠানোর ব্যাপারে। তার বহু সংস্কৃতির শহর এবং সম্পূর্ণ স্যান ফ্র্যান্সিসকো বে এরিয়া তৈরি করেছে যেসব মানুষ তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দেখা তার জন্য পীড়াদায়ক। তার চোখে, এলাকার প্রাণবন্তভাব এবং সৃজনশীলতার মূল উৎস সম্প্রদায়টিতে লাতিন, এশিয়ান, আফ্রিকান আমেরিকান, এবং ইউরোপিয়ান ঐতিহ্যের মিশ্রণ। হাওয়ার্ড নিরলসভাবে মনোনিবেশ করে চলেছেন বর্তমানের উপর একইসাথে অতীতের হিসাব ঠিক রেখে, এমন একটি শিল্প সৃষ্টি করেছেন যা মানুষের আত্মার দুর্বলতা, করিৎকর্মাভাব, এবং সহনশীলতার উপর আলোকপাত করে।

ইন্টারভেনশন্স তৈরি হয়েছে পাবলিক আর্টের বর্ধিত প্রাসঙ্গিকতা এবং শব্দ ছাড়া ধারণা ও অনুভূতি প্রকাশে এর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার ব্যাপারে কথোপকথন থেকে। ব্যাটারি পার্ক সিটির পাবলিক আর্ট সংগ্রহকে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে নেড স্মিথ, মিল্‌ড্রেড হাওয়ার্ড, এবং আরো আঠারো জন, সমন্বিত করা হয়েছে একটি মিশ্র-ব্যবহারের 20 শতাব্দীর পরীক্ষায় যা একইসাথে একটি শহুরে পার্ক ব্যবস্থা, আবাসিক এলাকা, এবং ব্যবসায়িক জেলা যা অবস্থিত নিউ ইয়র্ক কমিউনিটি কলেজ বরোর (Borough of Manhattan Community College, BMCC) অন্যপাশে, যেটি হল নিউ ইয়র্ক সিটির সব থেকে দুইটি স্থানেই, শিক্ষার্থী, বাসিন্দা এবং দর্শকরা ডজন ডজন ভাষা বলতে পারেন। স্বজ্ঞাতভাবে, পাবলিক আর্ট আমাদের সবার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। ঠিক যেমন করে এটি শহুরে ভূদৃশ্য আশ্চর্য উপায়ে পরিবর্তন করতে পারে, পাশাপাশি এটি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে, কল্পনাকে আমন্ত্রণ এবং বিকশিত করতে, এবং পুনরায় ভেবে দেখাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

* * এমা এন্ডারবাই, *অ্যাগনেস ডেনিস: অ্যাবসোলিউটস অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েটস।* নিউ ইয়র্ক: দ্য শেড, 2019।
2018-এ অ্যাবি এলরিখের সাথে সাক্ষাতকারে মিলড্রেড হাওয়ার্ড।

---অ্যাবিগেইল এম.এরলিখ, ডিরেক্টর অব কমিউনিটি পার্টেন্‌শিট অ্যান্ড পাবলিক আর্ট, BPCA এবং ইফিজেনিয়া সিয়ং, কমিউনিটি পার্টেন্‌শিট এবং পাবলিক আর্ট অ্যাসোসিয়েট BPCA

নেড স্মিথ: Moments of Matter and Life (মোমেন্টস অব ম্যাটার অ্যান্ড লাইফ)

1973 সালে অ্যাস্পেন শহরে গ্রীষ্মকালে নির্মাণ কাজ করার পর, নেড স্মিথ আবার নিউ ইয়র্কে হিচহাইক করে ফেরত আসছিলেন যখন নিউ জার্সি হাইওয়েতে একটি পিকআপ ট্রাক থামে এবং তাকে তার গন্তব্যে নামিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। সৌভাগ্যক্রমে ট্রাকের অন্য দুজন আরোহী ছিলেন শিল্পী কিথ সোনিয়ার ও সঙ্গীতকার ডিকি ল্যান্ড্রি। উভয়ই ম্যানহাটনের ডাউনটাউনে বাস করছিলেন, এবং এই সহসা মোলাকাত স্মিথ এর সাথে সোহো/ট্রাইবেকা আর্ট দৃশ্যের পরিচয় ঘটায়। তাদের পরামর্শে শিল্পী চালিত রেস্টুরেন্ট এবং স্মিথ গর্ডন মাটা-ক্লার্ক ও ক্যারল গুডেনের প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রকল্প *ফুডএ* যান, যেখানে তাকে চাকরি দেওয়া হয়। স্মিথ তখন ট্রাইবেকায় (লোয়ার ইস্ট সাইড থেকে) চলে আসেন এবং, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর্যশিল্পী, সংগীতবিদ ও কবিদের একটি কমিউনিটিতে যোগ দেন যারা বিকল্প শিল্পকলা চর্চা করা ছাড়াও এখানে তাদের কাজ প্রদর্শনের জায়গা তৈরি করছিলেন। তিনি 112 গ্রিন স্ট্রিটেও সাহায্য করেন, যা সেই সময়ে সৃষ্ট এক সমকালীন শিল্পকর্ম প্রদর্শনের গ্রাউন্ডব্রেকিং যায়গা ছিল। স্মিথের ভাষ্য অনুযায়ী, ঐ যায়গা তার আর্ট স্কুলে পরিণত হয়, এবং মাটা-ক্লার্ক, কিথ সোনিয়ার, জিন হাইস্টিন, এবং রিচার্ড নোনাস সহ সহ-শিল্পী ও পরামর্শদাতারা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠে। ডাউনটাউন কমিউনিটি ছিল একটি ঘনিষ্ঠ এবং একটি উচ্চ সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ যার মধ্যে শিল্পীরা প্রায়ই এক সঙ্গে কাজ করতেন এবং একে অপরের সাহায্য করতেন। স্মিথ মাটা-ক্লার্ককে তার বিখ্যাত "অ্যানার্কিটেকচার" কাজের সিরিজের ওপর হায়তা করেন, যার জন্য মাটা-ক্লার্ক বিশাল এলাকা নিয়ে প্রাচীন স্থাপত্য থেকে দেওয়ালের অংশ ভেঙে ফেলতেন এবং প্রাচীন স্থাপত্যের দেওয়ার এবং মেঝের থেকে স্থাপত্যের আকার দিতেন যা সাধারণত ভেঙে ফেলার জন্য নির্ধারিত ছিল।

পরবর্তীতে 1973 সালে 112 গ্রিন স্ট্রিটে নিজের কাজ প্রদর্শনের জন্য স্মিথকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি দু'বছর আগে কংক্রিট ঢালাই করতে শুরু করেন এবং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত স্ট্যান্ডার্ড 2x4 খুঁটির মত দেখতে সিমেন্টের স্থাপত্য প্রদর্শন করতে শুরু করেন। 2x4 এর পূনঃবিন্যাস জোরাল করা হয় ধূসর রঙের এক ভুতুড়ে গাঢ়-হালকা করার মধ্যে দিয়ে যা এমন একটি কাঠামোর

ধারণা দেয় যা সম্পূর্ণ উপস্থিত নয়। মিনিমালিজমকে ঐ সময়ের প্রধান শব্দাবলীর একটি বলে মনে করা হত, এবং স্মিথ কার্ল আন্দ্রের স্থাপনাগুলো যা সরাসরি মেঝের ওপর রাখা হত, এবং ফ্রাঙ্ক স্টেলার খুবই মৌলিক, কালো স্ট্রাইপের চিত্রাঙ্কন তাকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল বলে জানান। তবে স্মিথ এর শুরুর দিকের কর্মে মিলিমালিজমের প্রধান চিহ্নগুলি (মডুলার ইউনিট, মনোক্রম এবং পুনরাবৃত্তি) থাক্লেও, তিনি একই কঠিন কাঠামো, ব্যক্তিত্ব বিবর্জন এবং বার বার আকারের পুনরাবৃত্তি করতেন না। হাডসন স্ট্রিটস 2x4s (1972-93) এর মত স্থাপনার ক্ষেত্রে , উপরিভাগ কখনই সম্পূর্ণ একই রকম নয়, কংক্রিটের ধূসর রঙ অমসৃণ এবং পরিবর্তিত হয়, এবং বস্তু রাখার স্থানও সূত্র মাফিক না হয়ে স্বজ্ঞাত।

ক্রমবর্ধমানভাবে স্মিথ তার কাজে রোমান তোরণ, মিশরীয় রাজধানী, রোমানেস্ক কলাম, এবং সেই সাথে রেনেসাঁ কাঠামো, ভাস্কর্য এবং চিত্রকর্ম যা তিনি তরুণ অবস্থায় দেখেছিলেন তা যোগ করা শুরু করেন। তার পিতাবিশিষ্ট আর্ট হিস্টোরিয়ান ক্রেগ হিউ স্মিথ নিউ জার্সি এবং ইতালির মধ্যে তাঁর সময় কাটাতেন, এবং স্মিথ তার পিতার সঙ্গে ইউরোপে তাঁর তরুণকালের বহু সময় কাটিয়েছেন। তিনি যেসব ক্লাসিক্যাল স্থাপত্যকর্ম দেখেছেন, ঔপনিবেশিক কলামের সারি, তোরণ এবং রোমানেস্ক গির্জা, গোথিক ক্যাথেড্রাল আর রোমান মন্দির, তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে গণ-ধারণা, এমন একটি দিক যা তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে অনুসন্ধান করেছেন, এবং স্মিথ সত্তরের দশকের প্রথম স্থপতিদের মধ্যে ছিলেন যারা স্থাপত্যের ধারণা এবং সাইট-সুনির্দিষ্ট কাজ শুরু করেন, যা বড় আকারের পাবলিক আর্ট স্থাপনার জন্য পথ খুলে দেয়।

স্মিথকে 1976 সালে PS1-এ অ্যালানা হেইসের উদ্বোধনী প্রদর্শনী *রুমসে* তার *লাস্ট সাপার* প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং, পরের বছর তাঁর প্রথম পাবলিক আর্ট ইনস্টল-এর জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এরপর থেকে তিনি ব্যাটারি পার্ক *সিটিতে দ্য আপার রুম* (1986; স্থাপন কাল 1987) সহ প্রায় ত্রিশটি বড় আকারের পাবলিক আর্টের কাজ শেষ করেছেন। তিনি যখন পাবলিক আর্ট স্থাপনা করতে থাকেন তাঁর কংক্রিটের কলামগুলো ক্রমবর্ধমান ভাবে সোনা ও রঙিন টাইলসে সজ্জিত হয়ে ওঠে, যা তাকে প্যাটার্ন ও ডেকোরেশনে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে

(একটি ধারা যা 70-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে 80এর দশকে প্রবল ছিল)। প্যাটার্ন ও ডেকোরেশন শিল্পীরা 1975 সালে গ্যালারিস্ট হলি সলোমনের সমর্থন পান যার সাথে স্মিথ 1975 সালে তার প্রথম প্রদর্শনী করেন। এই ধারার সঙ্গে জড়িত শিল্পীরা কঠোর বিমূর্ততা থেকে সরে আসেন, এর পরিবর্তে জমিন, রঙ এবং সাজসজ্জার প্যাটার্নের আরও আবেগময় ধারা গ্রহণ করেন। গৃহীত হায়ারার্কির বিরুদ্ধে কাজ করার সময় ফাইন আর্ট ও ডেকোরেটিভ আর্টের মধ্যকার পার্থক্য মিলিয়ে সরিয়ে দিয়ে, শিল্পীরা প্রায়শই অনিয়ন্ত্রিত সাজসজ্জার বিপুল ব্যবহারকে আলিঙ্গন করেন।

স্মিথ একইভাবে ক্রমশ অভিব্যক্তিপূর্ণ সম্ভাবনাগুলোতে কাজ শুরু করেন, পাম পাতা ও পদ্মফুলের প্রাকৃতিক জগতের মোটিফ উঠে আসা শুরু করে কলামের মধ্যে। তিনি মোজাইক ব্যবহার করার মাধ্যমে জটিল রঙ ও ডিজাইন এবং তার পাশাপাশি আকৃতি চালু করেন যা আধুনিক ধারণার বিরুদ্ধে যায় যে প্যাটার্নর অত্যাবশ্যক নয়। সোনালি ও রঙিন অলঙ্কার, প্রকৃতি শোভিত সজ্জা উপাদান, শিল্প-ঐতিহাসিক উদাহরণের সঙ্গে অপশ্চিমা প্রভাবের মিশ্রণে স্মিথ বহুতল ওবিস্তীর্ণ স্থাপনা নির্মাণ করেন।

প্রায়ই গণ জায়গার জন্য তৈরি এই সকল বহুত্ববাদী কাজের উদ্দেশ্য ছিল একটি বড় জনগোষ্ঠীর মনে নাড়া দেওয়া। *এই সময়ে তৈরি দ্য আপার রুম* ব্যাটারি পার্ক সিটির অ্যালবানি স্ট্রিটের দ্য এস্প্লানাদের প্রবেশ পথে স্থাপিত এবং একটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গন বা প্লাজাকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন কলাম একে সংজ্ঞায়িত করে তোলে। যদিও, প্রকৃতির কাছে উন্মুক্ত, জায়গাটি একটি আবদ্ধতার অনুভূতি দেয়, গ্রিক ও রোমান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অথবা খোলা অ্যাম্ফিথিয়েটারের পরিবেশের সৃষ্টি করে। কেন্দ্রে রয়েছে একটি লম্বা টেবিল ও স্টুল যা লাস্ট সাপারের (PS1 এ দেখানো প্রদর্শনের কথা মনে করায়) কথা মনে করায়, কিন্তু টেবিলটি দাবার বোর্ড দিয়ে সাজানো যা দর্শকদের বসতে ও খেলতে আমন্ত্রণ জানায়। লাল রঙয়ের স্টুকোর মত নুড়ি কংক্রিটের স্থাপনার পৃষ্ঠতলে রয়েছে এবং এর কেন্দ্রে থাকা পাম গাছটি একটি পারগোলার মধ্যে মোজাইক টাইলস দিয়ে লাগানো।

পবিত্র জায়গার কথা মনে কিয়ে দেওয়ার সময়, দর্শকদের ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যাতে কমিউনিটির জানাশোনার জন্য একটি জায়গা তৈরি হয়। গম্ভীর এবং মজার, খোলামেলা কিন্তু বদ্ধ জায়গার কথা মনে করিয়ে দেয়, কঠোর কিন্তু সজ্জিত, স্মিথ একটি নিবিষ্টকারী এবং অলঙ্কারপূর্ণ কর্ম সৃষ্টি করেন।

স্মিথ-এর বর্তমান বড় আকারের অনেক স্থাপত্যগুলো প্রাকৃতিক রুপ খুঁজে বের করছে, আর্কিটেকচারাল স্পেসের বিপরীতে, অনেক ক্ষেত্রেই বিশাল এক স্কেলে। *দ্য নেক্সট জেনারেশন(* 2012), সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক (City University of New York, CUNY) এর লেম্যান কলেজের সায়েন্স হলের এট্রিয়ামে ঝুলে থাকা ঘন রঙিন ফোমের তৈরি পাথরের একটি বিস্ময়কর ভাস্কর্য। ফোমের মধ্যে সজ্জিত হল এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস, যার মাধ্যমে যে ভবনটিতে স্থাপনাটি রয়েছে সেখানে যে সকল বিষয়ে পড়াশোনা করা হয় তার প্রতিফলন ঘটে। স্মিথ সায়েন্স হলে স্বচ্ছ কাঁচের তৈরি কোষের মত ছবি স্থাপন করেছেন যা বৈজ্ঞানিক লেখাপড়ার বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রে উঠে আসা জৈবিক আকারের একটি মাইক্রোস্কোপিক দৃশ্য তুলে ধরে। কাজটি আকার ও অবস্থান,ম্যাক্রো ও মাইক্রো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে, এবং শিল্পীর অন্বেষণকে প্রতিফলিত করে, যা একই সাথে ভেতরের দিকে এবং বাইরের প্রসারিত হয়।

অনেক দিক থেকে স্মিথ বরাবরই পাথর, জায়গা এবং আকার খুব পছন্দ করে এসেছেন। তিনি প্রক্রিয়া, বাস্তবায়ন, স্থাপত্য কর্ম স্থলের বিভিন্ন দিক ক্রমাগত গবেষণা করেছেন, বাইরের জায়গা, (তার নিজের ভাষায়) "ক্লয়েস্টার্ড স্পেস" এর কাজ এবং তার স্টুডিওর কাজের মধ্যে বার বার সামনে পেছনে যাওয়ার মাধ্যমে। তার বড় আকারের পাবলিক আর্টের কাজগুলোর বিপরীতে, তার বর্তমানের স্টুডিওতে তৈরি কাজগুলিএমন ভাস্কর্য আর ছবি নিয়ে তৈরি যেগুলো অভ্যন্তরে দেখানোর উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। এই কাজ গুলো তার স্থাপনার সরাসরি সংযোগ ঘটায় সেগুলোর ব্যাপারে ভাবনা এবং শ্রদ্ধার প্রতিফলন ঘটিয়ে; এগুলো তাঁর ব্যক্তিগত ইতিহাসও প্রতিফলন ঘটানো অব্যাহত রেখেছে, যা অনেক উপায়ে তার কাজের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। স্মিথ 1994 সালে ট্রাইবেকা

লফট থেকে লং আইল্যান্ডের পূর্ব প্রান্তে চলে যান, এবং পরিশেষে শেল্টার আইল্যান্ডে থাকা শুরু করেন, যেখানে তিনি এখন থাকেন এবং কাজ করেন। স্টুডিওতে গুছিয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় তিনি আবিষ্কার করেছেন যে তাঁর কাছে কয়েক বছর ধরে নিজ মনে জমানো এমন পাথরের বাক্স আছে। স্মিথ পাথরের আকার ও তল সম্পর্কে মুগ্ধ হয়ে যান এবং তাদের পুনরাবৃত্তি শিল্পীর জন্য একটি নতুন শব্দভাণ্ডার হয়ে ওঠে। এগুলো স্মিথকে তাঁর তরুণকালে দেখা ক্লাসিক্যাল ভাস্কর্য সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তিনি তা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে একটি সিরিজ তৈরি শুরু করেন। কাঠি, বড় আকারের কালো ও সাদা ছবি আর কাস্ট ব্রোঞ্জ, ইউরেথেন ফোম এবং থ্রি-ডি প্রিন্টিং নিয়ে পরীক্ষা করে, স্মিথ সংজ্ঞা, উপকরণ, জমিন এবং স্কেলের বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে কাজ করা শুরু করেছেন। এই প্রদর্শনীতে স্মিথ সাম্প্রতিক ভাস্কর্য এবং পাথরের আট ফুট দীর্ঘ ছবি এবং তার কাস্ট ব্রোন্জ ভাস্কর্য ও কাঠির ছবি সহ তার সত্তরের 2x4s এর কিছু স্থাপনার ছবি রয়েছে। তাঁর শুরুর দিকের কাজ থেকে শুরু করে সবচেয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোর কাজের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার পথে এবং এখানে সেগুলোর পাশাপাশি-উপস্থাপনা যে রূপ নিয়েছে তা থেকে স্পষ্ট যে স্মিথ প্রকৃতির ও সংস্কৃতির মধ্যে ভারসাম্যের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দেন।

— লিসা পানজেরা, পরিচালক, শার্লি ফিটারম্যান আর্ট সেন্টার, BMCC